নবম অধ্যায়

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে তিতাস ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

সিদ্ধিরগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

৯.০ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম

১৯০১ সালে ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হলেও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালে "বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)" গঠনের মাধ্যমে। তখন বিউবো সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে "পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)" গঠন করে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের সুচনা করা হয়। পবিবোকে বিভাগীয় ও জেলা শহর ব্যতীত অন্যান্য এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯০ সালে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় "ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) গঠনপূর্বক বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার সেল গঠন করা হয়। পাওয়ার সেল বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পন্ন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত সুপারিশের আলোকে বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথক করণের জন্য কোম্পানী আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজোপাডিকো), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী (ইজিসিবি) লিঃ, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল), রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওজোপাজেকো) ও কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসি) গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে সংস্কারের ফল হিসাবে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে উৎপাদনখাতে বেসরকারি বিনিয়োগের দ্বার প্রথম উন্মোচিত হয়। সরকারি ও বেসরকারিখাতে বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১১,২৬৫ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভ ও সোলার ব্যতীত); তন্মধ্যে শতকরা ৪৯ ভাগ বেসরকারিখাত থেকে আসে। আগামী পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সালে সরকারি বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব প্রায় সমান সমান হবে। সুতরাং বেসরকারি ও সরকারিখাতের সংস্থাগুলোর পারফরমেন্স ক্রমশ: প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে।

৯.১ নতুন কোম্পানী/ প্রতিষ্ঠান গঠন

- নর্থওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ
- কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ

৯.২ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি এবং এ খাতের দক্ষ ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণসহ আইসিটি ও ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেশী ও বিদেশী পরামর্শকদের সহায়তায় সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবান করা হয়েছে।

৯.৩ রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট (আরবিএম) বেঞ্চ মার্কিং ও পারফরমেন্স বিশ্লেষণকরণে সহায়তা করে। রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্টের সাতটি প্রধান উপাদান হলো: (১) বেসিক ডাটা বা বেইজ লাইন ডাটা (২) ফলাফল (আউটপুট, ইফেক্ট, ইম্প্যাক্ট) (৩) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (৪) ইনপুট (৫) পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস (৬) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ম্যানেজমেন্ট (৭) লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

আধুনিক রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্থার কোন কর্মকর্তা কোন কাজ কিভাবে কত দিনে করবেন এবং তাঁর দায়-দায়িত্ব কি হবে সে সব বিষয় পারফরমেন্স মেজারমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (PMF) ছকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্থ বছরের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক সংস্থা লক্ষ্যমাত্রা স্থির হওয়ার পর কম্পিউটারে এন্ট্রি দিবেন; যা চাইলেও পরিবর্তন করা যাবে না। সংস্থাসমূহ প্রত্যেক মাসের কেপিআই অগ্রগতির তথ্য কম্পিউটারে হালনাগাদ করবেন। সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ সমন্বিত হালনাগাদ অগ্রগতি ড্যাস বোর্ডে দেখতে পারবেন। এতে একজন এমপ্লয়ীর মধ্যে সার্বক্ষণিক সচেতনতাবোধ কাজ করবে।

৯.৪ কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাস্তবতার নিরীখে ও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনায় পাওয়ার সেল কর্তৃক কিছু গুরুত্বপূর্ণ SMART KPIs নির্বাচন করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার ২০১৩-১৪ অর্থবছরের KPI লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারো কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সময় প্রত্যেক সংস্থার বিগত পাঁচ বছরের অর্জন বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের কমার্শিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স, এমআইএস, এমওডি, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের পর তা সমন্বিত করা হয়। অতঃপর প্রত্যেকটি সংস্থার সাথে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করে প্রাথমিকভাবে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। অতঃপর বিদ্যুৎ বিভাগ, পাওয়ার সেল ও সকল সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়।

৯.৫ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের বিভিন্ন বিতরণ এলাকায় এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,০০০ এর অধিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিতরণ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিতরণ এলাকার গ্রাহকদের জন্য আরো প্রায় ২.২ মিলিয়ন প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৯.৫.১ কেপিআই অগ্রগতি, মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন পাওয়ার সেল কর্তৃক সংস্থাসমূহের কেপিআই এর অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি সংস্থা কেপিআই অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পাওয়ার সেলে প্রেরণ করে। পাওয়ার সেল প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন ইন্ডিকেটরের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা শেষে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎখাতে কেপিআই এর ধারণা নতুন। কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন একক চেষ্টায় সম্ভব নয়। এটি দলগতভাবে অর্জন করতে হয়। এ দলের প্রত্যেক সদস্যের কাজের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। প্রত্যেক সদস্যের কেপিআই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এজন্য সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কেপিআই সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেপিআই অর্জন করতে পারলে একটি সংস্থা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। এ লক্ষ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৯.৫.২ কেপিআই প্রবর্তন

সংস্থার প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী KPI স্থির করা হয়েছে। যেমন-বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানীর জন্য প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর, অ্যাভাইলেবিলিটি ফ্যাক্টর, অক্সিলিয়ারী পাওয়ার কনজাম্পশন ইত্যাদি কেপিআই স্থির করা হয়েছে। সঞ্চালন সংস্থার জন্য সঞ্চালন লস, সঞ্চালন লাইন ও গ্রীড সাব-স্টেশন অ্যাভাইলেবিলিটি ফ্যাক্টর ইত্যাদি কেপিআই স্থির করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিতরণ সংস্থার জন্য সিস্টেম লস, বকেয়া, বিদ্যুৎ বিল আদায়, উন্নত গ্রাহক সেবা ইত্যাদি কেপিআই স্থির করা হয়েছে। এছাড়া উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণখাতের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রকিউরমেন্ট, আর্থিক, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ইত্যাদি কেপিআই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে বিদ্যুৎ বিভাগ ও সকল সংস্থার মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে। MOU স্বাক্ষরের পর লক্ষ্য করা গেছে যে, সকল সংস্থায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরণের উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এগুলো সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও মেজারমেন্ট করার ফলে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে কাজ সম্পাদনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মোদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।